দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

09 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

০৫

126

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

চলতি শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঢাকা শহরের সকল সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তদনুযায়ী মহানগরীর বিদ্যালয়গুলোতে ৮ ও ৯ জানুয়ারী যথাক্রমে ছেলে ও মেয়েদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যে রাজধানীর বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড চাপ পড়বে—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের লেখা পড়া শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দ্বারস্থ হতে হয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তির জন্য অত্যধিক চাপ পরিলক্ষিত হয়। চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় রাজধানীতে 'মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে'র সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক বছরই বিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে। তদুপরি নামকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা সীমিত। তাই গত বছর মাত্র চার-পাঁচটি আসনের জন্য দুশ'-আড়াইশ' ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। অথচ, এদের মধ্যে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করে কেবলমাত্র ভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রীরা, আর পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অপেক্ষাকৃত অনুন্নতমানের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নানা অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং গতবারের মত এবারও যদি সরকারী নির্দেশানুযায়ী একই দিন, একই সময় মহানগরীর সকল সরকারী-বেসরকারী উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত অনুন্নতমানের বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সম্ভাব্য সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে— এ কথা বলাই বাহুল্য। অতএব, সমস্যাটি সমাধানকল্পে অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার ভবিষ্যতের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে রাজধানীতে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনসহ মহানগরীর নামকরা বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও যথাযথ সম্প্রসারণ করে সীমিত আসনসংখ্যা বর্ধিতকরণ এবং অতিরিক্ত শিফট চালুকরণের মাধ্যমে ভর্তি সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত করা যেতে পারে। সর্বোপরি, রাজধানীর বিদ্যালয়ে সৃষ্ট ভর্তি সমস্যা নিরসনকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অতিসত্বর যথাযথ কার্যকর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান

শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

টাঙ্গাইল সংবাদদাতার পাঠানো সৈয়দ মহব্বত আলী কলেজের একটি ছোট সংবাদ ইনকিলাবে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তাদের প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য মূল্যে বিতরণ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত বই-এর মূল্য ৬ কিস্তিতে পরিশোধ করবে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের বই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে বই সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তায় পড়তে হচ্ছে না। অভিভাবকগণকেও বইয়ের অর্থ যোগানের জন্য গলদঘর্ম হতে হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাচ্ছে এবং নির্বিঘ্নে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবে।

এ আক্রার দিনে সীমিত আয়ের লোকের পক্ষে সংসার চালিয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো যে কত কষ্টকর ও অসাধ্য ব্যাপার তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভুক্তভোগী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষ তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ শুভ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শুধু প্রশংসা করেই এর সবটুকু শেষ করা যায় না। এক কথায় একে একটি ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপই বলা যায়। আজকাল যেখানে বিদ্যালয় নিয়মিত বেতন ছাড়াও আরো নানা ধরনের ফিস ও চাঁদা আদায় করতে হয় যার সাকুল্য যোগফল সাংবাৎসরিক বেতনের চেয়ে ঢের বেশী। যেমন পরীক্ষার ফিস, প্রাক্তন ছাত্রদের বিদায় ও নবীনদের বরণ, শিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা, মিলাদ মাহফিল, বিদ্যুৎ বিল, দালান কোঠা তৈরী ফিস প্রভৃতি। ছেয়ে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে ও নিজেদের আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখার জন্য অভিভাবকগণ শত অসুবিধের মাঝেও এ চাঁদা বা ফিসের টাকা যোগান দিয়ে যাবেন। খবরে জানা গেছে যে, উক্ত কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন দেশের গৌরব আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আতিকুর রহমান। আমাদের ধারণা, তাঁর মতো একজন সংবেদনশীল, মানবদরদী ব্যক্তিত্ব এ শিক্ষাঙ্গনের সাথে জড়িত থাকার কারণেই এমন মহৎ একটি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্বভাবতই মনে হয় উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ যে শুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার নেপথ্যে থেকে এ মহানুভব ব্যক্তি সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন।

পরিশেষে আমরা আশা করব, যেসব কলেজ বা বিদ্যালয়ের অবস্থা ভালো সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এ পথে এগিয়ে আসবেন যাতে দেশ কল্যাণের দিকে অগ্রগামী হতে পারে।

—আখবারী